شروق الخلافة وعودة الدينار الذهبي

THE RISE OF THE KHILAFAH

RETURN OF THE GOLD DINAR

স্বর্ণ দিনারের প্রত্যাবর্তন



AL HAYAT / BANGLA



স্বর্ণ দিনারের প্রত্যাবর্তন

যখন সময়ের হাওয়া মাদিনাহ বুক দিয়ে বয়ে যায় সগৌরবে তখন তা বহন করে মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে সুদৃঢ় উত্তরাধিকারে উত্তানের এক আহ্বান এক উত্তরাধিকার, যা মানবজাতির সবচেয়ে মহান সাক্ষ্য বহনকারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠা কৃত যুগের পর যুগ অনুনাদিত, পথ প্রদর্শনকারী কিতাব এবং তরবারি দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত কোষমুক্ত আর তা হল নবুয়্যাতের মানহাযের উত্তরাধিকার।

সত্যবাদিতা দ্বারা রূপায়িত, অনড় ভিত্তি এবং কুফফারদের প্রতি চরম কঠোরতা এবং তা সুশৃঙ্খল পৃথিবীকে দূষণকারী ফাসাদ থেকে পবিত্র করার জন্য এযুগে, আমেরিকা ফাসাদের বীজ বপন করে এবং ইহুদীরা তা চাষ করে। দাসত্বের এক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নেতৃত্ব প্রদান করে ফ্যাডারেল ডলার নোট নামক এক টুকরো কাগজের উপর ভর করে। যা তারা একাই ছাপিয়েছে এবং বাকি পৃথিবীর উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তাদের সকল জুলুম এবং সীমালঙ্ঘনের পরও তারা বোকার মত আশা করে যে তাদেরকে এভাবেই ছেড়ে হবে, তাদের পাপ অবাধে চলতে থাকবে। তারা তাদের কুফর দ্বারা স্বল্প সময়ের জন্য অন্ধ হয়, নতুন যুগের উদয়ের ব্যাপারে অচেতন অবস্থায় কারণ নবুয়্যাতের মানহায সকল যুগে টিকে থাকবে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে আত-তা'ইফাতুল মানসুরাহ'র হাত ধরে। তারাই (আত-তা'ইফাতুল মানসুরাহ) হলেন পাহাড়ের মতো দৃঢ় পুরুষ, বিজয়ী এবং আজ, এই আকাশে এবং সময়ে ঝংকার কারী তরবারি আর তীরের শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে এবং তা যুদ্ধের লেলিহান শিখার বজ্র কঠিন গর্জনে পরিণত হয়েছে কুফফারের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করে। শয়তানী অর্থনীতি ব্যবস্থার উপর তা প্রথম আঘাত হানে, যা পুঁজিবাদের দুই মূর্তিকে গুড়িয়ে দেয়। যা আমেরিকাকে আফগানিস্তানে এবং ইরাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়।যেখানে তার মেরুদণ্ড চূর্ণ হয়েছে এবং প্রাণশক্তি রক্তাক্ত হয়ে নিভে যাচ্ছে এর অর্থ ব্যবস্থা অস্বাভাবিক ঋণে জর্জরিত হয়েছে।তার সেনারা আর দালালরা তীব্রতা এবং মৃত্যুর দিকে পরিচালিত হয়েছে। আর যখনই জিহাদ সম্মুখ পানে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয় এবং এর সারী সমূহ (মুনাফিকদের থেকে) পবিত্র হয় চরম শত্রুতার ভিতরে নবুয়্যাতের উত্তরাধিকার আরেক বার নতুন করে জেগে উঠে এবং পরম প্রতীক্ষিত নববী ওয়াদা উন্মোচিত হয় ।তা হল নবুয়্যাতের আদলে খিলাফাহ'র প্রতিষ্ঠা ।পৃথিবীকে ফাসাদমুক্ত করতে আল্লাহ'র শরীয়তের প্রত্যাবর্তন হাদ্দ, যাকাত এবং জিজিয়ার ফিরে আসা এবং এখন, পৃথিবীর চূড়ান্ত সম্পদের পরিমাপের একক-সোনা-এর প্রত্যাবর্তন ।খিলাফাহ অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বিস্তারের সাথে আমেরিকার দাসত্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থার উপর দ্বিতীয় আঘাত ।যা তাদের জালিয়াতীর ডলার নোটকে ধ্বংসের দিকে ছুড়ে মারে।

এই হচ্ছে স্বর্ণ দিনারের প্রত্যাবর্তন

[আল্লাহ'র শরীয়ত মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকারের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্য নিয়ে এসেছে। যার মধ্যে একটি হচ্ছে তাদের সম্পদের নিরাপত্তা বিধান...]

আমি মাদিয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিও না এবং ভূপৃষ্ঠের সংস্কার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হল তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। [আল-আ'রাফ:৮৫]

মাদিয়ানে শোয়াইব ('আলাইহি সালাম) এর সম্প্রদায় মানুষকে তাদের অধিকার বঞ্চিত করার কারণে আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করেছিল এবং যেহেতু ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করে পৃথিবী ফাসাদের বড় ধরণের রূপ সমূহের একটিকে প্রত্যক্ষ করে। যা ছিল ব্যাংক নোটের উত্থান যা ব্যাংক সমূহে শয়তানি তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত। যা পরবর্তীতে এক জালিয়াতিপূর্ণ সুদ-ভিত্তিক দাসত্বের অর্থব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয় আমেরিকান ফেডারেল রিজার্ভ দ্বারা মঞ্চায়িত হয়ে একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন কর্পোরেশন এবং পদ্ধতি, যা প্রতারণা এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে অধিকার বঞ্চিত করে । ডলার নামের কাগজের টুকরোকে ব্যবহারের মাধ্যম হিসেবে তাদের উপর চাপিয়ে দিয়ে যা ডলার বিল নামে পরিচিত হয় । এই হচ্ছে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক নোট যা তারা একাই ছাপায় এবং তা সোনা এবং রূপার স্থলাভিষিক্ত হয়।



যা আল্লাহ বিনিময়ের মাধ্যমের মানদণ্ড হিসেবে তৈরি করেছেন পণ্য এবং সেবা ক্রয়ের জন্য। কিন্তু যেমন করে আল্লাহ পৃথিবীতে শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন ঠিক তেমনি যারা একে দুষিত করে তাদের ধ্বংস করাকে নিজের সুন্নাহ বানিয়েছেন। অতঃপর তিনিই খিলাফাহ'র সন্তানদের জন্য সামর্থ্য এবং দূরদর্শিতা দান করার মাধ্যমে অনুগ্রহ করেছেন যাতে তারা ফেডারেল রিজার্ভ ব্যবস্থার শিকলকে ভাঙ্গতে পারে এবং যাতে তারা স্বর্ণ দিনার এবং রৌপ্য দিরহামকেপণ্যদ্রব্য এবং সেবার চূড়ান্ত পরিমাপে মানদণ্ড হিসেবে পুনঃ প্রতিস্থাপন করতে পারে ।

দাওলাতুল ইসলামের জন্মস্থান, বিলাদুল রাফিদাইন থেকে শুরু করে বস্তুত সোনা ও রোপা নির্দিষ্ট ভাবে ও সাধারণ ভাবে পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এসেছে যুগ যুগান্তর ধরে, যেমনটা আমাদের এই যাত্রা প্রকাশ করবে-

দিজলাহ এবং ফুরাত নদীর উর্বর তীর থেকে শুরু করে আবহমান সময়ের হাওয়ায় চড়ে প্রাচীন ব্যাবিলন শহর ঘুরে আসা যাক। এখানে ব্যাবিলনে, যা আজকের ইরাকের দক্ষিণাংশ দুই নদী এই শহরের জীবন রেখা যা হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র এবং বার্লি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের জমি চাষের উৎস অন্যান্য অন্তর্নিহিত মূল্য বিশিষ্ট পণ্যদ্রব্যের সাথে যেসকল পণ্যদ্রব্যের মধ্যে মূল্য বিদ্যমান।

প্রধান খাদ্যদ্রব্য, যেমন বার্লি এবং খেজুরও মানুষের পণ্য এবং সেবা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত ছিল কারণ সাধারণ ভাবেই মানুষের এই সব পণ্যের প্রয়োজন ছিল মানুষের বাল্লির প্রয়োজন ছিল, যাতে তারা খাবার জন্য রুটি তৈরি করতে পারে। যা ব্যাবহারের পর থেকে যেত, তা পরবর্তীতে পণ্য এবং সেবার মূল্য পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হত।

উদাহরণ সরূপ, মেসোপটেমিয়ার এর একজন লোক ২ কেজি খেজুরের মূল্যে এই কুড়াল ক্রয় করতে পারতেন। কিন্তু এই পণ্যদ্রব্য সমূহ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতা রয়েছে প্রধান খাদ্যদ্রব্যে নিম্ন সংরক্ষিত মূল্যমান রয়েছে।

উদাহরণ সরূপ, একটি খেজুরের মূল্য একটি বাড়ির মূল্যের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ।যদি একজন ক্রেতা খেজুরের মূল্যে একটি কোন বিক্রেতার কাছ থেকে একটি বাড়ি ক্রয় করতে চান তাহলে তার একটি বিশাল পরিমাণ খেজুর দরকার। অতঃপর বহনযোগ্যতা একটি সমস্যা হয়ে দাড়ায়। পণ্য সমূহকে দূরবর্তী স্থানে স্থানান্তরিত করার খরচ বিক্রেতার উপর পড়বে এবং বিক্রেতা এই খেজুর সমূহকে কোথায় সংরক্ষণ করবেন? তার জন্য কি নতুন আরেকটি বাড়ি করবেন? এবং পণ্যটির মেয়াদ-উত্তীর্ণ হওয়ার আগে বিক্রেতার কত সময় লাগবে পণ্যটিকে বিক্রি করতে? এভাবেই, উক্ত পণ্য সমূহের মূল্য শুধু দূরত্ব নয় সময়ের উপরও নিভ্র্রশীল ।

আদর্শ বিনিময়ের মাধ্যম না থাকলে পণ্য এবং সেবার পরিমাপের ক্ষেত্রেও সমস্যা সৃষ্টি হয়। অতঃপর আদর্শ বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় অনেক বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়তে পারে । কতিপয় বিক্রেতা হয়ত খেজুরকে মূল্য পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ নাও করতে পারেন এবং কোন কিছু ক্রয় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পণ্যদ্রব্য হাতে রাখা বাস্তব সম্মত নয়। ফিতরত এবং প্রাকৃতিক স্বভাব থেকেই মানুষ মূল্যবান ধাতুর প্রতি মুগ্ধ, যার মধ্যে সোনা এবং রোপা অন্যতম। কারণ আল্লাহই সেগুলোকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন। মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হল উত্তম আশ্রয়। [আলে-'ইমরান:১৪]

ঠিক যেমনি আল্লাহ তাঁর কালামে নতুন চাঁদকে সময়ের একক বানিয়েছেন ।

তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং

হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম। [আল-বাক্বারাহ:১৮৯]
তিনি, সোনা এবং রোপাকে সকল পণ্য এবং সেবার পরিমাপের আদর্শ মূল্যমান হিসেবে বানিয়েছেন এবং সেগুলোকে উক্ত কাজের জন্য যথার্থভাবে তৈরি করেছেন । সোনা এবং রোপা বিভাজ্য কারণ এগুলোকে বিভিন্ন টুকরোয় ভাগ করা সম্ভব ।
একে গলিয়ে অলংকার বানানো যায়, তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না কিংবা এর কোন নির্দিষ্ট স্থায়িত্বকাল নেই । এর মানে তাদের সংরক্ষিত মূল্যমান স্থায়ী এবং যেহেতু সবাই এর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এবং তা একটি সীমিত পরিমাণে বিদ্যমান্ অবশ্যই আপনি নিজে থেকে তা বানাতে পারবেন না । তাই একটি ক্ষুদ্র পরিমাণ সোনা উচ্চ সংরক্ষিত মূল্যমান বহন করে । অতঃপর সোনা এবং রোপা ব্যবহার করে ব্যবসা-বাণিজ্য করা অধিক কার্যকর এবং সকল কিছুর মূল্য সোনা এবং রূপায় নির্ধারণ করা সম্ভব ।
এখন "এ" ব্যক্তি "বি" ব্যক্তির কাছ থেকে সহজেই বাড়ি ক্রয় করতে পারবেন। এখন আমরা কিছু শতাব্দী সময় পরিভ্রমণ করে মিশরে যাব আমাদের প্রিয় নবী ইউসুফ ('আলাইহি সালাম) এর যুগের। যেখানে তিনি তার আপন ভাইদের দ্বারা প্রতারিত হন এবং ঘটনাক্রমে বাজারে বিক্রি করার জন্য একজন দাস হিসেবে পরিণত হন। এখানে মিশরের বাজার সমূহে, কার্যকরী ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দুর্লভ ধাতু সমূহকে ধাতব মুদ্রা হিসেবে জারি করা হয়। ধাতব মুদ্রার ব্যবহার সাধারণ লেনদেনের পরিমাপের সমস্যা সমূহকে দূর করতে সহায়তা করে। কারণ প্রতিটি মুদ্রার একটি নির্দিষ্ট ওজন রয়েছে। বিক্রেতাগণ এখন মূল্যকে ওজনের বদলে মুদ্রা হিসেবে প্রকাশ করেন। সাধারণ লেনদেন সমূহ এখন গণনা করা সম্ভব এবং এখানেই, মিশরের বাজার সমূহে, ইউসুফ ('আলাইহি সালাম) তাঁর অসাধারণ সম্মান এবং সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও মাত্র কয়েক রৌপ্য মুদ্রায় বিক্রি হন। যার দলিল কোরআনে বিদ্যমান ।
ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গনাগুনতি কয়েক দিরহাম (রোপার মুদ্রা) এবং তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল ।[ইউসুফ:২০]
ইউসুফ তার জীবন পথে দাসত্ব ভোগ করেন, অপবাদ প্রাপ্ত হন এবং কারা ভোগ করেন। কিন্তু সময়ের সাথে নীল নদীর বয়ে যাওয়ার সাথে আল্লাহ ইউসুফ ('আলাইহি সালাম) কে তাঁর ধৈর্য্যের জন্য ভূমির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করে পুরস্কৃত করেন এবং খাদ্যশস্য সংরক্ষণের মাধ্যমে মিশরের লোকদের দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা করার সম্মানে সম্মানিত করেন। পরবর্তীতে অতিরিক্ত থেকে যাওয়া খাদ্যশস্য প্রতিবেশী জাতি সমূহের কাছে বিক্রি করা হয়। ঐ জাতি সমূহ মুদ্রা ব্যবহার করে তা ক্রয় করার জন্য দলে দলে মিশরে জমায়েত হয়। সোনা এবং রোপার মুদ্রা দীর্ঘ সময়ের জন্য সমগ্র পৃথিবীর বৈশ্বিক বিনিময়ের মাধ্যম এ পরিণত হয়।

চীন, হিজরাহ'র ১৭০০ পূর্বে: ছোট চতুর্ভুজাকৃতির সোনা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হত।
হিজরাহ'র ১৩০০ বছর পূর্বে: লিডিয়া রাজ্য সোনা এবং রোপা থেকে খাঁটি ভাবে প্রস্তুত কৃত মুদ্রাকে গ্রহণ করে।
হিজরাহ'র ১০৫০ বছর পূর্বে: এথেন্স স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করে।
হিজরাহ'র ৭০০ বছর পূর্বে: ইউরোপিয়ানরা (রোমান) "আউরিউস" নামক স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে।
হিজরাহ'র ১০০ বছর পূর্বে, পারস্য: রৌপ্য "দ্রাকমা" বা দিরহাম ব্যবহার করে।
এখন আমরা ইতিহাসের সবচেয়ে সুদৃঢ় উত্তরাধিকারে উত্তানের দিকে অগ্রসর হব। আমরা মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সমসাময়িক মদিনাহ'তে প্রবেশ করি। এখানে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদের হিজরত করার আদেশ দান করেন, ১১ বছর মক্কার কুফফারদের হাতে অত্যাচারিত হওয়ায়। তারা প্রথম মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে এক আল্লাহর ইবাদত হত। মু'মিনগণ ইমানের ভিত্তিতে এক আহ্বানে সাড়া দিয়ে একত্রিত হন । মু'মিনগণের হৃদয় সমূহকে অনুনাদিত করে, তাদের এক সূত্রে আবদ্ধ করে এবং দাওলাতুল ইসলামের উত্থানের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ মু'মিনগণের উপর তাঁর নিয়ামত সমূহকে পূর্ণ করেন। তাঁর দ্বীনের প্রতি শত্রুতা পোষণকারীদের পরাজিত করে।
আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। [আল-মায়দাহ:৩]
ইসলামে জীবনের সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে ইবাদত থেকে শুরু করে আর্থিক লেনদেন পর্যন্ত। এই আর্থিক লেনদেন সমূহ পূর্বে সম্পাদিত হয়েছে প্রধান খাদ্যদ্রব্য এবং লক্ষণীয় ভাবে খেজুর দ্বারা। তাছাড়া মূল্যবান ধাতব মুদ্রা দ্বারা, যা ওজন অনুসারে পরিমাণ করা হত।
প্রধানত তিন ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের সোনার দিনার এবং পারস্য সাম্রাজ্যের রোপার দিরহাম। তাছাড়া ফালস্ নামক এক ধরনের তাম্রমুদ্রা যা ছোট স্থানীয় লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মুদ্রাগুলোকে পরিবর্তন করেন নি। বরং, সোনা এবং রোপার গুরুত্ব ও দিনার এবং দিরহাম হিসেবে এর ব্যবহারকে



যা কোরআন এবং হাদিস উৎসাহিত করেছে। এগুলোকে সম্পদ এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন-
যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। [আল-'ইমরান:৯১]
এমনকি তাদের গুরুত্ব জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাবে যেখানে তা মু'মিনগণের ভূষণ হবে। তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জান্নাতে। তথায় তারা স্বর্ণনির্মিত, মোতি খচিত কণকণ দ্বারা অলংকৃত হবে। [সুরা ফাতির:৩৩]
এভাবেই সোনা এবং রোপা সময়ের সাথে মানুষের হৃদয়ে চূড়ান্ত সংরক্ষিত মূল্যমান হিসেবে দৃঢ় ভাবে প্রভাব ফেলে। দিনার এবং দিরহাম পণ্য এবং সেবার বিপরীতে পরিমাপ এবং লেনদেনের আদর্শ একক হিসেবে স্থান ধরে রাখে। তাছাড়া ইসলাম এই সকল লেনদেন সমূহকে ধোঁকা, প্রতারণা এবং জালিয়াতি থেকে রক্ষা করে এবং বিশেষ করে, মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জুলুম থেকে- যা হচ্ছে "সুদ"। বস্তুত, সুদ এতই ঘৃণিত যে যারা এর লেনদেন থেকে নিজেদের বিরত না রাখে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।
অতঃপর যদি তোমরা (সুদ) পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। [আল-বাক্বারাহ:২৭৯]
অতঃপর তিনি তাঁর আজ্ঞাবহ বান্দাদের যুদ্ধ করতে আদেশ করেন এবং শিরক এবং জুলুমের ভূমিকে পবিত্র করতে। এখনই সে সময়। মু'মিনিগণ তাদের ইমানের বলে তাদের বিজয়ী লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হন। ঝকঝকে তরবারি এবং তাওহীদের আলো দ্বারা অন্ধকারের গভীরে আঘাত করে। মূর্তি সমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

গোত্র সমূহ একত্রিত হয় এবং সাম্রাজ্য সমূহ পরাভূত হয়। কোষমুক্ত তরবারির সাহায্যে আল্লাহর কালাম উচ্চতায় পৌঁছায়।

সমগ্র উম্মাহে ন্যায় এবং সমৃদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে এবং সুদের শিকলে আঘাত করে, বারাকাহ ফিরে আসে। এভাবেই দাওলাতুল ইসলামে শুধু নামে মাত্র যাকাত এর বাদে সম্পূর্ণ কর-মুক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য সমৃদ্ধি লাভ করে এবং এই রাষ্ট্রের ক্রমশ বিস্তার লাভের সাথে ৭৭ হিজরিতে আমিরুল-মু'মিনিন 'আব্দুল-মালিক ইবন মারওয়ান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে চলমান মুদ্রা সমূহ থেকে সকল প্রকার শিরকি চিহ্ন এবং হারাম চিত্র সমূহ কে মুছে ফেলার। এভাবে তিনি প্রথম বারের মত দিনার প্রস্তুত করার আদেশ প্রদান করেন। হারাম চিত্র মুক্ত দিনার, যা দাওলাতুল ইসলাম কর্তৃক জারি করা হবে। তাছাড়া খালিফাহ মুদ্রা সঞ্চালনের ক্ষেত্রে এর বিশুদ্ধতা এবং ওজনের সুরক্ষা করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।আল্লাহর আদেশ অনুসারে ।

মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম শুভ। [আল-ইসরা': ৩৫]

একই ভাবে, মুসলিমগণ আল্লাহর আদেশ অনুসারে মুসলিমগণ বড় লেনদেনের সময় মুদ্রা সমূহকে পরিমাপ করেন। বিক্রেতাদেরকে প্রতারণা থেকে রক্ষা করার জন্য যেমন সোনার দিনারের কোন অংশ চাঁছা থেকে আল্লাহর আদেশের আলো দিগন্তকে উদ্ভাসিত করতে থাকে। রাজধানী বাগদাদ থেকে তা বিভিন্ন এলাকায় সম্প্রসারিত হয়। তা ইউরোপে বিস্তৃত জমির এক ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। যাকে মুসলিম গণ নামকরণ করেন "আল-আনদালুস"। যেখানে দাওলাতুল ইসলাম সোনার দিনার এবং রোপার দিরহামের সঞ্চালনের মাধ্যমে সম্পদের প্রকৃত পরিমাণকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকে। এভাবেই, মূল্য নির্ধারণ সরলীকৃত থাকে, সীমানা ও করের বাধা মুক্ত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য আরও কার্যকর হয়।



মক্কায় নাজিল কৃত হিদায়াত থেকে, বাগদাদের জ্ঞানের ফোয়ারা হয়ে আল-আনদালুসের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য পর্যন্ত সারা পৃথিবীর জন্য দাওলাতুল ইসলাম ছিল সত্যিকারের আলোক বাহী। যখন আল-আনদালুস এবং বাকি উম্মাহ এই সোনালী আলোর অধীনে বসবাস করছিল। তখন বাকি ইউরোপ কুফরে নিমজ্জিত ছিল এবং অন্ধকারের যুগ দ্বারা অন্ধ ছিল। কলহে অপতিত রাজ্য সমূহ এবং লোভ ও অশ্লীলতায় আক্রান্ত এক ভূমি। যেখানে তাদের সামাজিক মূল্যবোধ ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে।

রাজ্য সমূহ সবাই নিজের জন্য আলাদা আলাদা মুদ্রা ব্যাবহার করত। যা এক মুদ্রাকে অন্য মুদ্রার সাথে বিনিময় করা এবং এই সেবার জন্য দাম চাওয়ার ব্যবসাকে একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করে। তাছাড়া, ব্যাংকাররা সোনা এবং রোপার মুদ্রার দিকে আকৃষ্ট করতে তাদের ভাণ্ডারে মজুদ কৃত মুদ্রার উপর সুদ প্রদান করতে শুরু করে। অতঃপর, ব্যাংকাররা উপলব্ধি করল সকল জমাকারী একসাথে তাদের সোনা এবং রোপার মুদ্রা উত্তোলন করছে না । এই বিষয়টা দুর্নীতির পরবর্তী ধাপকে সংকেত প্রদান করে। যা ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং নামে পরিচিত হয়।

যার ব্যাখ্যা হল, একজন ব্যক্তি ব্যাংকে ২০ টি স্বর্ণমুদ্রা জমা করে। এই শর্তে যে তার জমা কৃত মুদ্রার উপর প্রতি মাসে সে একটি স্বর্ণমুদ্রা সুদ হিসেবে গ্রহণ করবে। যদি আরও চারজন ব্যক্তি একই কাজ করেন, তাহলে ব্যাংকের ভাণ্ডারে এখন ১০০ স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে। যাই হোক, মাস শেষে মাত্র একজন ব্যক্তি তার ২০ স্বর্ণমুদ্রার ডিপোজিট উত্তোলন করতে এবং তার সাথে একটি অতিরিক্ত স্বর্ণমুদ্রা সুদ হিসেবে গ্রহণ করতে আসে। কিন্তু এই সুদ প্রদানের জন্য ব্যাংক নিজের সোনা ব্যাবহার না করে তার মজুদে থাকা কাস্টমারের জমা কৃত স্বর্ণমুদ্রা ব্যাবহার করে। অতঃপর ব্যাংকের মজুদে এখন আছে ৭৯ টি স্বর্ণমুদ্রা। এখন সকল কাস্টমার তাদের মুদ্রা সমূহ এক সাথে উত্তোলন করবে না এই আশায়। ব্যাংক তাদের কাস্টমারদের ডিপোজিট থেকে একটি অংশ ঋণ হিসেবে প্রদান করতে পারে।

উদাহরণ সরূপ, ব্যাংক নতুন দুইজন কাস্টমারকে ২০ টি করে স্বর্ণমুদ্রা ঋণ দিতে পারে। এই শর্তে যে, ঋণ পরিশোধের সময় তারা ব্যাংককে অতিরিক্ত ২ টি স্বর্ণমুদ্রা সুদ হিসেবে প্রদান করবে। অতঃপর, ব্যাংক যে শুধু সুদ গ্রহণ করে সম্পদ অর্জন করছে তাই নয়। বরং তারা এখন এমন সম্পদ ব্যবহার করে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করছে যা তাদের নয়। কারণ এটা কাস্টমারের সোনা ছিল, যা তারা ঋণ হিসেবে প্রদান করেছে, তাদের নয়। বস্তুতঃ এই পদ্ধতির অনুসরণে ব্যাংক নোট নামে আজ যা প্রচলিত রয়েছে তার উত্তানে সহায়তা করেছে।

প্রথম দিকে, যখন সুদ লাভের জন্য মানুষ তাদের সোনা এবং রোপার জমা করত তখন ডিপোজিটর একটি রশিদ বা প্রমিশরি নোট গ্রহণ করত। যেখানে বহনকারীর জন্য সোনা এবং রোপার মুদ্রার পরিমাণ উল্লেখ করা হত। এই নোট নিছক বহনকারীকে এতে উল্লেখ কৃত মোট সম্পদ মুদ্রা হিসেবে পরিশোধ করা প্রতিশ্রুতি বহন করে। আসল সম্পদ সোনা এবং রোপার মুদ্রার মধ্যে বিদ্যমান, নোটে নয়। এই ব্যাংক ব্যবসা এতটাই লাভ জনক হয়ে দাড়ায় যে বিদেশী বণিকদের সাথে ব্যবসা করার জন্য বহুজাতিক শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভেনিসের বণিকদের থেকে লন্ডনের বণিক পর্যন্ত। এখানে লন্ডনে, প্রথম রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর নামকরণ করা হয় ব্যাংক অব ইংল্যান্ড। কিন্তু তা ইংরেজ সরকারের ক্ষমতা দ্বারা সমর্থিত ছিল। যা একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করে এবং কাগজের ব্যাংক নোটের ব্যবহারকে বলপ্রয়োগ করে আরোপ করে। ব্যাংক অব ইংল্যান্ড কে মডেল হিসেবে ব্যবহার করে।

ইউরোপ জুড়ে এই জুলুমবাজ তন্ত্র বেড়ে উঠে এবং দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং প্রাথমিক অবস্থায় ব্যাপক বিরোধিতার পর, ১৩৩২ হিজরি, ১৯১৩ সনে এই ব্যবস্থার নকল করে প্রতিষ্ঠিত হয় দ্যা ফ্যাডারেল রিজার্ভ এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডে হুবহু নকল করে দ্যা ফ্যাডারেল রিজার্ভও ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন কর্পোরেশনএবং সরকারের প্রতি এক বিশেষ ব্যাংকার। যাকে চাহিদা অনুসারে স্বর্ণমানে পূরণীয় ফ্যাডারেল রিজার্ভ নোট ছাপানোর ক্ষমতা প্রদান করা হয় । অর্থাৎ, স্বর্ণমানের সাথে এই নোটের সংযোগ, এই জালিয়াতির নোটকে কিছু গ্রহণযোগ্যতা প্রদান করে। ফ্যাডারেল রিজার্ভ এর প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যে জাতি সমূহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

প্রত্যক্ষ করে।
ব্রিটেন তার পুরনো দালালু রাফিদাদের সহায়তায় ইরাকে অনুপ্রবেশ করে। তারা মুসলিমদের ভূমি এবং তার মধ্যে থাকা তেল যুদ্ধ লব্ধ সম্পত্তি হিসেবে দখল করে। সাইক্স-পিকো চুক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রুসেডাররা মুসলিমদের ভূমি সমূহকে ভেঙ্গে ছোট ছোট জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করে এবং ইহুদীদের জন্য তাদের নিজেদের রাষ্ট্র বরাদ্দ করা হয়। একটি রাষ্ট্র যা অসংখ্য মুসলিমের হত্যাযজ্ঞের উপর ভর করে প্রতিষ্ঠিত এবং নব-প্রতিষ্ঠিত আরব দালাল তাগুতদের দ্বারা সুরক্ষিত। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আমেরিকা লড়াইয়ের বাহিরে থাকে। তা বরং তার অর্থনীতিকে পাকাপোক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। অস্ত্র উৎপাদন এবং আটলান্টিক হয়ে ইউরোপে তা সরবরাহ করার মাধ্যমে। আমেরিকান শ্রমিকদের ফেডারেল রিজার্ভ নোট- নামক এক টুকরো কাগজ দিয়ে বেতন প্রদান করা হত এবং ইউরোপ থেকে প্রদেয় গ্রহণ করা হত সম্পদের প্রকৃত একক সোনা দ্বারা এবং যুদ্ধের ব্যায় বহনের জন্য ইউরোপের তাগুতরা তাদের স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। এভাবে, তারা নোট সমূহের স্বর্ণ নিভ্রতার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। যেহেতু নোট সমূহের আর কোন স্বর্ণ নিভ্রতা রইল না, সরকার সমূহ বেশি করে নোট ছাপাতে থাকল। জার্মানিতে ব্যাংক নোটের পরিমাণ অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। যখন রাষ্ট্র সমূহ পণ্যদ্রব্য এবং সেবার চাহিদাকে বিবেচনা না করে নোট ছাপাতে থাকে। তখন স্বাভাবিক ভাবেই পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। জার্মানিতে, যুদ্ধের শুরুতে যে রুটি ১০০ মার্ক ছিল । যুদ্ধের শেষে তা ২ বিলিয়ন হয়ে যায়। অতঃপর জার্মানির জনগণ তাগুতদের কাছে শুধু তাদের সোনাই হারায় নি, বরং তারা তাদের সঞ্চয়ও হারায়। কারণ মার্ক অর্থহীন কাগজের টুকরো হয়ে দাড়ায়।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে, আমেরিকাও দেশীয় পর্যায়ে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে আমেরিকার জনগণের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাদের সকল সোনা হস্তান্তরের আদেশ করে। এরপর ফ্যাডারেল রিজার্ভ নতুন ডলার বিল ছাপায় এবং তা থেকে "স্বর্ণমানে পূরণীয়" শব্দটি উঠিয়ে দেয়।



এখন, দেশীয় পর্যায়ে, একটি ফ্যাডারেল রিজার্ভ নোট শুধু মাত্র অন্য একটি ফ্যাডারেল রিজার্ভ নোট দ্বারা পূরণীয়। সোনাকে সমীকরণের বাহিরে রেখে, ব্যাংক নোট সকল প্রকার পণ্যদ্রব্য এবং সেবার প্রাথমিক পরিমাপক হয়ে যায়। ব্যাংকাররা অবশেষে সফলতার সাথে সোনাকে প্রতিস্থাপন করে, যাকে আল্লাহ চূড়ান্ত পরিমাণ হিসেবে তৈরি করেছেন। সোনা, সত্যিকার সম্পত্তি, যাকে গলিয়ে মুদ্রায় পরিণত করার আগে ভূমির অভ্যন্তর থেকে বের করা হয়। এক টুকরো কাগজের টুকরো দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। যা পৃথিবী ব্যাপী তাগুতদের বিচক্ষণতায় জনগণের উপর বল প্রয়োগ করে আরোপিত হয়েছে। এই মহা জোচ্চুরির কিছু সময় পরই, পৃথিবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আঘাতে কম্পিত হয়।
যুদ্ধরত জাতি সমূহ, আরও একবার, সম্পূর্ণ যুদ্ধ ব্যাপী তাদের স্বর্ণ সরবরাহ সমূহকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যয় করে ফেলে। স্বর্ণের বিনিময়ে যুদ্ধোপকরণ, খাবার এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে। দুই বিশ্ব যুদ্ধের বদৌলতে সোনার বিশাল প্রবাহের সাথে স্বর্ণের বাজেয়াপ্ত করণ, দুই মিলে আমেরিকা এখন পৃথিবীর মোট সোনার একটি বড় অংশের অধিকারী।
এই শক্তিশালী অবস্থান থেকে আমেরিকা ব্রিটন উডসে ৪০ টি দেশকে সাথে নিয়ে একটি সমাবেশের আয়োজন করে। এখানে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এক নতুন ব্যাংকিং এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে। যার নামকরণ করা হয় ব্রিটন উডস পদ্ধতি। এই নতুন পদ্ধতি অনুসারেআন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফ্যাডারেল রিজার্ভ নোট ৩৫ ডলার এক আউন্স এই স্থায়ী দরে সোনার বিপরীতে পূরণীয় হবে এবং বাকি দেশ সমূহ তাদের নোট সমূহকে ফ্যাডারেল রিজার্ভ নোটে সাথে সম্পর্কযুক্ত করবে। এখন ফ্যাডারেল রিজার্ভ পৃথিবীর সকল জাতি সমূহের ব্যাংকারে পরিণত হয়।
অতঃপর, এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্য করার জন্য সকল দেশ সমূহকে ডলার জমা করে মজুদ করতে হবে এবং কেমন করে তারা ডলার জমা করবে? আমেরিকাকে তাদের রপ্তানিকৃত দ্রব্য অথবা সোনা দিতে হবে। আর বিনিময়ে, ফ্যাডারেল রিজার্ভকে যা করতে হবে, তা হল প্রায় মূল্যহীন কিছু কাগজের টুকরো ছাপাতে হবে। ঔদ্ধত্য এবং মূল্যহীন ডলার নোটে পরিপূর্ণ হয়ে আমেরিকা এখন বিশ্বব্যাপী তাদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করে। কমিউনিস্ট মুশরিক জাতি ভিয়েতনাম দ্বারা তারা তা শুরু করে। কিন্তু ভিয়েতনামের সাথে আমেরিকার যুদ্ধ বিশ্ববাসীর সামনে তাদের জালিয়াতি প্রকাশ করে দেয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যয় বহন চালিয়ে যেতে ফ্যাডারেল রিজার্ভ এমন পরিমাণ নোট ছাপায় এবং আমেরিকান সরকারকে ঋণ প্রদান করে। যা তারা কখনই স্বর্ণ দ্বারা পূরণ করতে পারবে না। বিশ্বব্যাপী জাতি সমূহ এই জালিয়াতি বুঝতে পেরে ভিয়াতনাম যুদ্ধ শেষ হওয়ার বছর তারা তাদের নিজেদের স্বর্ণমানে পরিবর্তনের অধিকার অনুশিলন শুরু করে। যা সোনার প্রবাহ আমেরিকার বাহিরে দিতে শুরু করে।
তাদের এই স্বর্ণ মজুদ ধরে রাখতে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ফ্যাডারেল রিজার্ভ একটি আত্মগৌরব পূর্ণ প্রেসিডেন্সিয়াল অধ্যাদেশ জারি করে। এবার তা প্রেসিডেন্ট নিক্সন দ্বারা অর্পিত হয়। যে সকল স্বর্ণমানে পূরণের অধিকারকে বাতিল করে "ব্রিটন উডসচ পদ্ধতির সমাপ্তি ঘটায়।
আমি সেক্রেটারি কনলিকে আদেশ প্রদান করেছি ডলারের সোনা কিংবা অন্য যে কোন [ফ্যাডারেল] রিজার্ভ এসেটে পরিবর্তন যোগ্যতাকে সাময়িক ভাবে স্থগিত করতে। শুধু মাত্র আমেরিকার স্বার্থ এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পরিমান ছাড়া। এর মানে, প্রথম বারের মতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফ্যাডারেল রিজার্ভ নোট আর স্বর্ণ নিভ্রু রইল না। এখন তা মূল্যহীন কাগজের টুকরো ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ডলার আর সোনার বদলে পরিবর্তনযোগ্য রইল না।
অতঃপর ফ্যাডারেল রিজাভ্রের সাবেক ইহুদী চেয়ারম্যান উদ্ধত পূর্ণ হয়ে দাবি করেঃ যুক্তরাষ্ট্র এখন যে কোন ঋণ পরিশোধ করতে পারবে কারণ আমরা এখন তা করতে ডলার ছাপাতে পারব। অতঃপর ডিফল্ট প্রবাবিলিটি

(উচ) শূন্য। বস্তুত, এই নিক্সন অধ্যাদেশ অনুসারে ফ্যাডারেল রিজার্ভ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত চলতি বেস ডলারের পরিমাণ ২০০ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে দাড়ায় ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার এবং এই ফ্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুসারে, ফ্যাডারেল রিজার্ভ পদ্ধতির অধীনে। অন্যান্য ব্যাংক সমূহ এক নতুন ধরণের ডিজিটাল ডলার তৈরি করার অনুমতি পায় যার নাম "ব্যাংক ক্রেডিট" ঋণ চুক্তি, উদাহরণ সরূপ মরগেজ (বন্ধক) এর বিপরীতে। বস্তুত, চলতি ডলারের অধিকাংশ এভাবেই তৈরি করা হয়েছে, যেমনটা এই গ্রাফ প্রকাশ করছে।
ছবি হবে

এখন এই শয়তানি পদ্ধতির চরম পর্যায়ে তা এক প্রতারণার বিষয় প্রয়োগ করার উদ্যোগ নেয় -সুদ। ফ্যাডারেল রিজার্ভ থেকে ডলার ঋণ নেয়ার জন্য, আমেরিকান সরকার প্রথমে একটি বন্ড ইস্যু করে। সাধারণ ভাষায় যা হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ডলার ঋণ করার এবং সুদ সহ তা পরিশোধ করার চুক্তি মাত্র। ফ্যাডারেল রিজার্ভ পরবর্তীতে ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক সমূহ থেকে এই বন্ড সমূহ ক্রয় করে এবং এই লেনদেনের শেষে, ফ্যাডারেল রিজার্ভ নোট সমূহ ছাপাই কৃত হয়ে অস্তিত্বে আসে। কিন্তু যখন ফ্যাডারেল রিজার্ভ একটি বন্ডে বিপরীতে ডলার তৈরি করে। অথবা যখন ব্যাংক সমূহ ঋণচুক্তির বিপরীতে ডলার তৈরি করে তার জন্য, আসলে শুধু মাত্র এই ঋণের মূলধনের পরিমাণ ডলারই তৈরি করা হয়। কিন্তু এই ঋণ সুদ সহকারে পরিশোধ করতে হবে।

অতএব এখন প্রশ্ন হচ্ছে: যদি ব্যাংক সমূহ ঋণের মাধ্যমে ডলার তৈরি করে তাহলে এই সুদ পরিশোধ করার জন্য যে ডলার দরকার তা কোথা থেকে আসে?

উত্তর হল, এর আসল কোন অস্তিত্ব নেই। এই জালিয়াতি পদ্ধতির অধীনে, ঋণের মোট পরিমাণ মূলধন এর সাথে সুদ (সুদাসল)-সব সময় আসল ঋণের চেয়ে বেশিই হবে। তাই অনবরত অতিরিক্ত ডলার ধারকৃত হয়ে অস্তিত্বে আসবে। ঋণের উপর এই জুলুমের সুদ পরিশোধ করার জন্য।

যেমনটা অর্থনীতি বিশ্লেষক মাইক মেলনি বর্ণনা করেন- যখন আপনার সম্পূর্ণ মুদ্রার সরবরাহই ঋণের উপর ভিত্তি করে, তার সাথে সুদএবং এই সুদ পরিশোধ করার মুদ্রা এখনও অস্তিত্বেই আসেনি। এর মানে আপনাকে আরও ঋণের গভীরে যেতে হবে এবং যদি জনগণ সর্বদা মুদ্রা সরবরাহের সময় ঋণকৃত সুদাসলকে পরিশোধ করার জন্য অধিক ঋণ গ্রহণ না করে। তাহলে পুরো বিষয়টিই ডিফ্লেশনারী কলাপ্স (সংকোচ ধস) এর দিকে যাবে। এর মানে হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি এই শয়তানী পদ্ধতির একটি স্বভাবজাত এবং অন্তহীন অংশ। কারণ এর মধ্যে ভরাট করার জন্য অনবরত নতুন ডলারের প্রয়োজন। অতঃপর, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি চলতে থাকবে। বস্তুত ফ্যাডারেল রিজার্ভের অস্তিত্বে আসার সময় থেকেই ডলার এর মূল্যমান হারিয়ে ফেলেছে।

বিষয়টিকে আরও বোধগম্য করার জন্য উদাহরণ হল, ফ্যাডারেল রিজার্ভ এর শুরুর দিকে একটি লোফের দাম ছিল ৬ সেন্ট, এখন তা ১.৫০ ডলার এখানে মূল্যবৃদ্ধির হার ২২০০%, যেমনটা রন পল প্রদর্শন করেন-এটা একটি পরিষ্কার জোচ্চোরি, কারণ এটা মানুষের সঞ্চয়কে ডাকাতি করে ছিনিয়ে নেয়। এখানে ডলারের একটি সঙ্কট রয়েছে এবং মানুষের অর্থ চুরি হচ্ছে। যেসকল লোক সঞ্চয় করছেন, তারা ডাকাতির শিকার হচ্ছেন। যদি ডলারের ১০% মূল্যহ্রাস হয়, তাহলে মানুষ ১০% ডাকাতির স্বীকার হলেন।

এখন, এই বিশাল পরিমাণ ডলারের অস্তিত্বে আসার সাথে সাথে, নতুন দুটি প্রশ্নের উদয় হয়:আমেরিকা কেন এই মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব স্পষ্ট ভাবে অনুভব করছ না?এবং কেন এই জালিয়াতি নোটের চাহিদা অনবরত জারি রয়েছে?

এই দুটি প্রশ্নের উত্তর ডলারকে এমন এক জিনিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে। যা ছাড়া কোন জাতি কার্যত ভাবে পরিচালিত হতে পারবে না। তা হচ্ছে তেল যাকে আমেরিকানরা "কালো সোনা" বলে অভিহিত করে। মোটরযান, পাওয়ার প্লান্ট এবং কারখানা সমূহে জ্বালানী সরবরাহ করে তা হচ্ছে অর্থনীতির জীবনী শক্তি এবং যুদ্ধের যন্ত্রপাতিকে জ্বালানী সরবরাহ করে তা দেশগুলোকে সুরক্ষিত করতে সাহায্য করে। সুতরাং, তেলের চাহিদা সর্বদা প্রচুর এর ফলে মার্কিন ডলারের চাহিদাও তাই, নিক্সন অধ্যাদেশ অনুসরণ করে। আমেরিকান সরকার তাদের তাগুত দালাল "সাউদী" সরকারকে "ওপেকে" শক্তিশালী প্রভাব ধরে রাখার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে। (ওপেক এমন সংস্থা) যার সদস্য হচ্ছে প্রধান তেল-উৎপাদনকারী জাতিসমূহ। যাতে তারা তেলের মূল্য নিজেদেরে প্রয়োজন অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং তেল যেন শুধুমাত্র ফ্যাডারেল রিজার্ভ ডলারের বিনিময়ে বিক্রি হয়, এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে। এর বিনিময়ে, আমেরিকা এই তাগুত সরকারকে সামরিক এবং রাজনৈতিকভাবে সহায়তা করতে থাকবে। এই চুক্তি "পেট্রোল-ডলার পদ্ধতি" নামে পরিচিত হয়।

প্রথমত, এই পদ্ধতির মানে হচ্ছে ফ্যাডারেল রিজার্ভ দ্বারা দিকনির্দেশিত হয়ে আমেরিকা। ইচ্ছামত ডলার ছাপাতে পারবে যার মূল্য ঐ ছাপার কাজে ব্যবহৃত কাগজের মূল্যের চেয়ে বেশি নয়। যাতে তেল ক্রয় করা যায়। যা তাগুতরা মুসলিমদের কাছ থেকে চুরি করেছে এবং যা সোনার বিনিময়ে বিক্রি করার কথা ছিল।

দ্বিতীয়ত, যেহেতু এখন তেল ক্রয়ের জন্য বাকি জাতি সমূহের মার্কিন ডলার দরকার। আমেরিকা এখন তাদের মুদ্রাস্ফীতি বিদেশে স্থানান্তর করতে পারবে।

যেমনটা অর্থনীতি সমালোচক এডওয়ার্ড গ্রাফিন বিশ্লেষণ করেন। ফ্যাড (ফ্যাডারেল রিজার্ভ) যে ডলার তৈরি করেছে তার একটি বড় অংশ বিদেশে স্থানান্তর করা হয়েছে। আমি আমার গবেষণার প্রথমদিকে এই কথাটি শুনতে পাই যে, আমেরিকা তার "মুদ্রাস্ফীতি রপ্তানি করেছে"। আমি চিন্তা করি, "সেটা আবার কি? আপনি কেমন করে আপনার মুদ্রাস্ফীতি রপ্তানি করবেন? একটি বাক্সে ভরে পাঠিয়ে দিবেন? আপনি কি করবেন?" হ্যাঁ, এখন আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি অন্যান্য দেশের জন্য তৈরিকৃত ডলার প্রেরণের মাধ্যমে আপনার মুদ্রাস্ফীতি রপ্তানি করেন এবং তারা আপনাকে তাদের রেফ্রিজারেটর, গাড়ি আর টিভি সেট প্রেরণ করবে।

অর্থাৎ আপনি পাবেন যন্ত্রপাতি আর তারা পাবে ছোট ছোট কাগজের টুকরো।

আমেরিকান মানুষের জন্য বিষয়টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং এমনকি যদি দেশ সমূহ ডলারের বিনিময়ে পণ্য রপ্তানী নাও করত। তথাপি দেশ সমূহকে ফ্যাডারেল রিজার্ভ ডলার মজুদ রাখতে হবে। তেল আমদানি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালানোর জন্য এর মানে ডলার সমূহ আমেরিকার বাহিরেই থেকে যাবে।

তৃতীয়ত, এই প্েট্রডলার পদ্ধতি আমেরিকাকে অনবরত তাদের আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করতে সাহায্য করছে। বিস্তারিত করে বললে-গত বছর আমেরিকার বাৎসরিক আয় ৩ ট্রিলিয়ন ডলার আর তার ব্যয় হল, ৩.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। পার্থক্য ৫০০ বিলিয়ন ডলার। অতঃপর এই বিশাল পার্থক্যকে পরিশোধ করতে। আমেরিকা অতিরিক্ত যে ডলার তাদের দরকার তা ঋণ নিতে বন্ড ইস্যু করে একে বলে ব্যয় ঘাটতি।

তাহলে আমেরিকা কিভাবে এই ব্যয় ঘাটতির সাথে এক বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে টিকে আছে? আবারও, উত্তর লুকিয়ে আছে প্েট্রডলার পদ্ধতির মধ্যে। প্েট্রডলার পদ্ধতি মার্কিন ডলারের প্রচুর চাহিদা তৈরি করেছে। যা মার্কিন বন্ডকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে। এই সুবিধার তাৎপর্য বুঝানোর জন্য (উদাহরণ হল) - মার্কিন ডলারের বিনিময়ে চীন আমেরিকার কাছে রপ্তানীপণ্য প্রেরণ করে। যা চীনের ডলার রিজার্ভে জমা হতে থাকে। কিন্তু এই ডলারকে পড়ে থাকতে না দিয়ে। চীন এই ডলারের একটি বড় অংশ দিয়ে মার্কিন বন্ড ক্রয় করে যা সুদ প্রদান করে। অতঃপর ডলার আবার আমেরিকায় ফিরে আসে এবং আমেরিকা তা একই ডলার ব্যাবহার করে আরও দ্রব্য আমদানি করে।



অর্থাৎ সবশেষে, ডলারের একটি বড় অংশ আমেরিকার বাহিরেই থেকে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব উপলব্ধি না করেই আমেরিকা সর্বদা তার আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় চালিয়ে যেতে পারে। একটি বড় বক্রাঘাত হল যে, প্েট্রডলার পদ্ধতির অধীনে। "সাউদী" এবং অন্যান্য আরব মুরতাদ সরকার সমূহ- যারা ইতিমধ্যে তেলের মালিক।তাদের এই তেলে থেকে প্রাপ্ত রাজস্বে বড় একটি অংশ আবার মার্কিন বন্ড ক্রয় করার জন্য ব্যবহার করতে হয়। যা সুদ প্রদান করে। যা আমেরিকাকে এই ডলার সমূহ আবার নতুন আমদানিবা সামরিক সামর্থ্য অর্জনের জন্য পুনঃ ব্যবহার করার সুযোগ প্রদান করে। বস্তুত, আমেরিকার এই বন্ড সমূহের বড় অংশ পৃথিবীর এমন সব জাতি সমূহের দখলে তা দুশ্চিন্তার বিষয়। যেখানে চীন একাই এই রুটির একটি বড় অংশের অধিকারী।

কিন্তু এই প্েট্রডলার পদ্ধতি যা আমেরিকার বন্ড মার্কেটকে টিকে থাকতে এবং তাগুতদের মুসলিমদের সম্পদ লুণ্ঠন করতে সহায়তা করে। তাই আবার তাদের চরম দুর্বলতা। এখানে যখন আঘাতপ্রাপ্ত হবে, তা এই জুলুমের ব্যাংক নোটের মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসবে এবং অন্যায় আর জুলুমের প্রতীক আমেরিকাকে অবনমিত করবে। কারণ এই পদ্ধতি -জুলুমবাজ ব্যাংক হতে জন্ম নিয়েছে এবং সুদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐ দেশ সমেত যা এর পৃষ্ঠপোষকতা করে। একই সুদ ভিত্তিক বুনিয়াদের উপর ধ্বংস হবে যার উপর ভর করে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা ইতিমধ্যে আল্লাহ কর্তৃক তার কালামে নির্ধারিত হয়ে হয়েছে।

"আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদাকাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন কাফির পাপীকে।" [আল-বাক্বারাহ:২৭৬]

আমেরিকার অর্থনৈতিক দুটি প্রকাশ্য দুর্বলতার রয়েছে। প্রথমত, যদি এই পদ্ধতির মধ্যে ব্যাংক ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য অবিরাম ডলার সরবরাহ না করা হয়। এই সম্পূর্ণ জালিয়াতি পূর্ণ পদ্ধতি নিজে থেকেই ধ্বংস হবে। দ্বিতীয়ত, চলমান ভূ-রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের প্রধান জাতি সমূহ, রাশিয়া এবং চীনের নেতৃত্বে পরিচালিত। তারা ইতিমধ্যেই মার্কিন বন্ড মার্কেট ও প্েট্রডলার পদ্ধতির উপর আঘাত হানার ইচ্ছা এবং সামর্থ্য প্রদর্শন করেছে। সহজেই মার্কিন ডলার ডাম্পিং এর মাধ্যমে।

যেমনটা অর্থনীতি বিশ্লেষক জিম রিকার্ডস উল্লেখ করেন। আমেরিকার ঋণের একটি বড় অংশ বিদেশীদের মালিকানাধীন। তারা কারা? চীন, রাশিয়া এবং অন্যান্য দেশ সমূহ যারা আসলে আমাদের বন্ধু দেশ নয়। কিন্তু তারা যখন চায় তখনই তা ডাম্প করতে পারে। হ্যাঁ, চিন্তা করুন, আসলে তাই হচ্ছে। সাম্প্রতিক মার্কিন বন্ডে ফরেন হল্ডিং পড়তে শুরু করেছে। এদিকে রাশিয়া মাসের পর মাস ট্রেজারি ডাম্প করছে। সেটা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি অর্থনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার প্রস্তুতির পরিষ্কার সংকেত। যখন জাতি সমূহ মার্কিন বন্ড ডাম্পিং শুরু করবে। সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করার আসল ফলাফল তখন অনুভূত হবে।

রিকার্ড তার বক্তব্য চালিয়ে যান..

এখন বিদেশীরা ট্রেজারি ডাম্প করছে এবং যদি কেউ তা না কিনে, ভেবে দেখুন, সুদের হার বেড়ে যাবে। তারা স্টক মার্কেট ডুবিয়ে দিবে। তারা হাউজিং মার্কেট ডুবিয়ে দিবে।উচ্চ সুদের হার মানে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি। অতঃপর সুদের হার যদি আরও একটু বৃদ্ধি পায়। তাহলে আপনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবেন এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই। আর যখন প্েট্রল-ডলার পদ্ধতি ধ্বংস হবে এবং দেশ সমূহ তাদের রিজার্ভ থেকে ডলার ফিরত দিতে শুরু করবে। মার্কিন ডলারের মূল্যমানও পড়ে যাবে, যেমনটা অর্থনীতি বিশ্লেষক গ্রাফিন গুরুত্ব আরোপ করেন। যখন সময় আসবে, যতটুকু মনে হচ্ছে তা এখনই আসছে। যখন বাকি পৃথিবী বলছে, "উহ-আহ, আমরা এই খেলা আর খেলতে চাই না।"

ডলার সমূহ আমেরিকায় ফিরে আসবে। জনগণ ভাববে, "আমরা এইগুলো আর চাই না। এগুলো দিয়ে আমরা কি করব?"একবার এই চক্র শুরু হল এবং আমরা পূর্বে রপ্তানিকৃত আমাদের অর্থ ধীরে ধীরে ফিরে পেতে শুরু করলাম। কিন্তু যখন তা একটি প্লাবনে পরিণত হবে এবং তা দ্রুত ফিরে আসতে শুরু করবে। এখন আমরা আমাদের পূর্বে রপ্তানিকৃত মুদ্রাস্ফীতি ফিরে পাচ্ছি এবং তারপর আমরা দেখব যুক্তরাষ্ট্রে অর্থের পরিমাণ এত দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে। যে ফ্যাডারেল রিজার্ভও তা আর তৈরি করতে পারবে না। কারণ আমরা আমাদের পূর্বের অর্থ ফিরে পাচ্ছি। তখন আমরা আমেরিকা কি আমদানি করবে এর অনুসারে বাস্তবে মার্কিন ডলারের পতন দেখতে পাব। একই সাথে, অন্যান্য তাগুত দেশ সমূহও অতি দ্রুত সরে যেতে পারবে না। কারণ তারাও এই পদ্ধতি ব্যবহার করে নিজেদের জালিয়াতির নোট ছাপিয়ে ফায়দা আদায় করছে। অতঃপর তারা একটি

অপেক্ষার খেলা খেলে।

ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ট্রিগার -যা ডলারের চূড়ান্ত পতন নিয়ে আসবে- তা চেপে ধরে। সোনা ফিরত নেয়া এবং মজুদ করার মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করা জন্য আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। যা কিনা- পৃথিবীর একমাত্র প্রকৃত সম্পদের পরিমাপের মানদন্ড এবং বিনিময়ের চূড়ান্ত মাধ্যম।

কিন্তু যখন পৃথিবীর অবিশ্বাসী দেশ সমূহ এই ট্রিগার পয়েন্টের অপেক্ষারত। একটি ইমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র এই পাপকে মোকাবেলার জন্য উদয় হয়। আমেরিকা এবং এর পেট্রল-ডলার পদ্ধতির ধ্বংসের সূত্রপাত করে। সেই ট্রিগার তাদের সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা হচ্ছে নবুয়্যাতের মানহাযে খিলাফাহর উত্থান। একটি মানহায যা অচেনা (গুরাবা) হিসেবে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে। মু'মিনদের মুয়াহহিদিন হিসেবে জাগ্রত এবং ঐক্যবদ্ধ করে এবং তাদের সারী সমূহকে একত্রিত করে। অনড় সিদ্ধান্তের সাথে একটি শক্ত ভিত্তিতে উপর। বিজয় আল্লাহর কাছ থেকে এই সত্যকে নম্রতার সাথে গ্রহণ করে এবং বিনয় নিয়ে, তারা চূড়ান্ত যোদ্ধায় পরিণত হয়।



খিলাফাহকে প্রতিষ্ঠাকারী এক উত্তরাধিকারের সৈন্যদল। আল্লাহর সৈন্যদল, যাদেরকে নিজের আদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজে বাছাই করেন।

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ফিতনাহ (শিরক) শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। [আল-আনফাল: ৩৯]

এবং যখন যুদ্ধ তীব্রতার সাথে চলতে থাকে। খিলাফাহ তার উত্থান বজায় রাখে। ইরাক এবং শামের প্রধান তেল ক্ষেত্র সমূহের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ সংহত করে। যখন তা প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যায় সম্পূর্ণ পৃথিবীকে ফাসাদ থেকে মুক্ত করতে এবং আল্লাহ ইচ্ছায়, সকল প্রাকৃতিক সম্পদ মুসলিমদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। আল্লাহর ইচ্ছায়, এই তেল একমাত্র সোনা বিনিময়েই বিক্রি হবে। জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া ফ্যাডারেল রিজার্ভ ব্যাংক নোট কিংবা তাগুতদের জালিয়াতির নোট এর বিনিময়ে নয়। এই লক্ষ্যকে এবং জনগণের সম্পত্তির সুরক্ষার মহান শরই' উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে। খিলাফাহ'র শুরা কাউন্সিল দাওলাতুল ইসলামের ট্রেজারিকে দায়িত্ব প্রদান করেন। উম্মাহর জন্য সত্যিকার ও চূড়ান্ত বিনিময়ের মাধ্যম, পণ্যদ্রব্য এবং সেবার শরই' পরিমাপের একককে ফিরিয়ে আনার। রোপার দিরহাম এবং সোনার দিনার প্রস্তুত করার মাধ্যমে।



দাওলাতুল ইসলামের স্বর্ণ দিনার- বিশুদ্ধ ২১ ক্যারটের এবং ৪.২৫ গ্রাম ওজনের। আমিরুল-মু'মিনিন 'আব্দুল-মালিক ইবন মারওয়ান কর্তৃক অরোপিত প্রথম দিনারের ওজনের সমান। শরীয়ত অনুসারে, দিনার মুদ্রা মানুষ এবং পশুপাখির ছবি মুক্ত। এক দিনারের গায়ে গমের ৭ টি পত্র-পল্লবের ছবি অলংকৃত, যা আল্লাহর রাহে ব্যয় করার গুরুত্ব তুলে ধরে।

দ্বিতীয় প্রকারটি হচ্ছে পাঁচ দিনারের মুদ্রা যা এক দিনারের মুদ্রার চেয়ে ৫ গুণ ভারী অর্থাৎ ২১.২৫ গ্রাম। এর গায়ে পৃথিবীর একটি মানচিত্র অলংকৃত। যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক পুরো পৃথিবীব্যাপী এই উম্মাহ'র আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ার সুসংবাদকে সূচিত করে। যার মধ্যে কনস্টান্টিনোপল, রোম এবং আমেরিকা অন্তর্ভুক্ত।

রোপার দিরহামের তিনটি প্রকার রয়েছে। প্রথম, এক দিরহাম রোপা মুদ্রা যার ওজন ২ গ্রাম। এই মুদ্রার গায়ে একটি বর্শা এবং একটি ঢাল রয়েছে। যা প্রকাশ করে, নবী মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রিজিকের উৎস ছিল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।

দ্বিতীয়, একটি পাঁচ দিরহাম মুদ্রা, যার গায়ে সাদা মিনার অলংকৃত। যা মাসিহ (আলাইহি সালাম) এর প্রত্যাবর্তন এবং রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের ভূমিকে নির্দেশ করে।

তৃতীয়ত, ১০ দিরহাম মুদ্রা, যার ওজন ২০ গ্রাম। যার গায়ে আল-মাসজিদ আল-আক্বসা এর চিত্র অলংকৃত। যা ইসরার রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভ্রমণ এবং দুই ক্বিবলাহ'র প্রথম ক্বিবলাহকে নির্দেশ করে।

ছোট লেনদেনের জন্য, তামার ফুলুস মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়েছে। যার দুটি প্রকারভেদ রয়েছে। ১০ ফুলুস মুদ্রা যার ওজন ১০ গ্রাম, যার গায়ে একটি অর্ধচন্দ্র অলংকৃত রয়েছে। যা রামাদানের সময়, হজ্জ এবং অন্যান্য ইবাদতের গুরুত্ব নির্দেশ করে এবং সর্বশেষ, ২০ ফুলুস তামার মুদ্রা। যার ওজন ২০ গ্রাম এবং তার গায়ে বরকত পূর্ণ খেজুর গাছ এর চিত্র অলংকৃত রয়েছে। যার উদাহরণ মুসলিমদের মত, যেমনটা আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করেছেন।

খিলাফাহ'র এই নতুন ধাতব মুদ্রা এমন বিনিময়ের মাধ্যম। যা চাইলেই ছাপানো যাবে না এবং মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। এগুলো আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টি কৃত সম্পদের পরিমাপের একক থেকে প্রস্তুত কৃত। যা কোরআন এবং সন্নাহ হতে প্রাপ্ত নবুয়্যাতের মানহায অনুসারে সম্পদে পরিমাপের একক। অতঃপর, আল্লাহর ইচ্ছায় তাই হবে এই বরকতপূর্ণ খিলাফাহ'র সম্পদের পরিমাপের একক। যা একই মানহাযের উপর প্রতিষ্ঠিত- বহুল প্রতীক্ষিত সোনার দিনারের গায়ে অলংকৃত।

(আল্লাহ) তাঁর ইচ্ছায়, আমাদের এই ভূমিতে সংহতি দান করেছেন, এই সম্পদ আমাদের দান করেছেন। এ শরীয়ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমার রিজিক বর্শার ছায়াতলে"এবং আমরা এক দিনের জন্যও এই সম্পদ বা ভূমির জন্য যুদ্ধ করি নি। বরং আমাদের ভাইগণ নিজেদের সম্পদ, এমনকি জীবন কোরবান করেছেন, একটি লক্ষ্যে: যাতে আল্লাহর কালাম সবচেয়ে উঁচু হয় এবং কুফফারদের বক্তব্য সবচেয়ে নিচু হয় এবং আমার ভাইগণ, এই লক্ষ্য অর্জিত হবে, (প্রথমত) আল্লাহর ইচ্ছায় এবং পরে আমাদের রক্তের মূল্যে। কারণ কোরবানি আর আল্লাহর রাহে জিহাদ করা ছাড়া বিজয়ের অন্য কোন পথ নেই।